পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ) টি অধীনস্থ সংস্থা এবং দুটি পাবলিক ট্রাস্ট কর্তৃক বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জীবন ও জীবিকা পানির উপর নির্ভরশীল। দেশের পানি সম্পদের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। এরই আলোকে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ পাঁচটি সংস্থা ও দুটি পাবলিক ট্রাস্ট বিগত পাঁচ বছরে পানি সম্পদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সীমিত এ প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধে এবং সকলের প্রয়োজন মেটাতে পানির আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশ পানি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায়, বিগত ০২ মে ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে "বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩" বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ আইনের সর্বমোট ৭ টি অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ এবং তার কার্যাবলী ও ক্ষমতা, তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাহী কমিটি ও তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা, চতুর্থ অধ্যায়ে পানি সম্পদের উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ, পঞ্চম অধ্যায়ে পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অপরাধ, দন্ড ও বিচার এবং সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়াবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে এ আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরীর কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়াও জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সভায় এ মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম অবহিত করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অর্জিত সাফল্যসূচক কর্মকান্ডের বিবরণ নীচে উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিগত ৫ বছরে (২০০৯-২০১৩) সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেজিং, পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ১১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নে (৬০টি প্রকল্প সমাপ্তসহ) প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত অবকাঠামোসমূহ সমাপ্ত হয়েছে।

ক) নদীর তীর সংরক্ষণ	ঃ	২৬৫	কিঃমিঃ সমাপ্ত
খ) বাঁধ নির্মাণ	ঃ	৫৩৮	কিঃমিঃ সমাপ্ত
গ) বাঁধ মেরামত	ঃ	১৪০১	কিঃমিঃ সমাপ্ত
ঘ) হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার	ঃ	৪২১	টি সমাপ্ত
ঙ) ক্লোজার নির্মাণ	ঃ	৮০	টি সমাপ্ত
চ) ব্রীজ ও কালভার্ট	ঃ	৩৫	টি সমাপ্ত
ছ) ড্রেনেজ খাল	ঃ	৩৬৬	কিঃমিঃ সমাপ্ত
জ) সেচ খাল	ঃ	১২৯	কিঃমিঃ সমাপ্ত
ঝ) রাস্তা নির্মাণ	ঃ	২১	কিঃমিঃ সমাপ্ত

উক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিবেশের উন্নতি সাধিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিগত ৫ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩৫টি প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ৪১টি প্রকল্পের বিপরীতে ডিপিপি অনুমোদনসহ অন্যান্য অর্থায়নে ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচীভূক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ১৬টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিবেশের উন্নতি সাধিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ৬৫টি প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭৭১.১২ কোটি টাকা) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিবেশের উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সেচ সম্প্রসারণ, খাদ্য উৎপাদন

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশের খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পসমুহের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মিরেরশ্বরাই এ
মহামায়া ছড়া সম্প্রসারিত সেচ প্রকল্প উদ্বোধন

মহামায়া ছড়া সম্প্রসারিত সেচ প্রকল্প

দেশের প্রায় ১১৮ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে সেচ, বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য প্রায় ৬১.৩৫ লক্ষ হেক্টর (১৪.১৪ লক্ষ হেক্টর সেচ এলাকা) জমি বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকাধীন জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাদি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রকল্প পূর্ব অবস্থার তুলনায় প্রায় ৯৮.০০ লক্ষ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে। এ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য জাতীয় উৎপাদনে সংযোজন হওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

নদী ভাঙ্গনরোধ ও তীর সংরক্ষণ

সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট, ২য় পর্যায়-এর আওতায় কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ শহর রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ'ছাড়া সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ফরিদপুর, চাঁদপুর, ভোলা, বাগেরহাট, নরসিংদি ও পটুয়াখালী জেলা শহরসহ অনেক থানা শহর এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা রক্ষায় নদী তীর ও শহর সংরক্ষণমূলক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

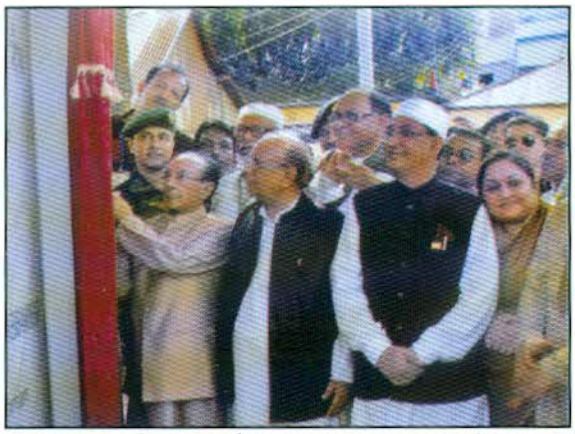

মহামান্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প উদ্বোধন

ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্পের তীর সংরক্ষণ

সীমান্ত নদীর ভাঙ্গনরোধে ২৪ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণসহ মোট ২৬৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান সীমান্ত নদীসমূহের ভাঙ্গন হতে বাংলাদেশের ভূখন্ড রক্ষাসহ বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, হাটবাজার ইত্যাদি নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় আর্থ সামাজিক অবস্থার, সামাজিক নিরাপত্তাসহ পরিবেশ ইত্যাদির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণ প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে।

ড্রেজিং কার্যক্রম

নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর Dredging for River Restoration (MR-006 of NWMP) কার্যক্রমে পাউবোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহ (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর) ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ ড্রেজিং এর জন্য "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষার প্রতিবেদনের আলোকে নদ-নদীসমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। বিগত ৫ বছরে ১৯৮.০০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং সমাপ্ত করা হয়েছে এবং ৮৫.৪৫ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং চলমান রয়েছে। নদী ড্রেজিং কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- ক্যাপিটাল ড্রেজিং (পাইলট) প্রকল্পের আওতায় মোট ২২.০০ কিলোমিটার যমুনা নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং চলমান রয়েছে। যমুনা নদী ড্রেজিং এর ফলে যমুনা নদীর মূল প্রবাহ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট সংলগ্ন ডানতীর থেকে সরে এসে ড্রেজিংকৃত চ্যানেলে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন হার্ড পয়েন্ট এলাকায় ভাংগনের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ শহর সংলগ্ন যমুনা তীরে ইতোমধ্যে প্রত্যাশিত ৮.৫০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজানে আরো প্রায় ৭.৫০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।